দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...2-5 JUL 2007...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

উত্তরাঞ্চলের বেসরকারি কলেজগুলোতে এবার ৪ লাখ আসন শূন্য থাকছে

ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না অনেক মেধাবী ছাত্র

॥ বাগমারা থেকে সংবাদদাতা ॥

জনবল কাঠামো ও নীতিমালা উপেক্ষা করে উত্তরাঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা বেসরকারি কলেজের সংখ্যা এতো বেশি যে, এবারে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী দিয়ে ওই শূন্য আসন পূরণ করা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এসব কলেজের প্রায় ৪ লক্ষ আসন শূন্য থাকার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা। তারা শিক্ষার্থীদের নানা প্রলোভন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলে ভর্তির জন্য বাড়ি বাড়ি ধর্না দিয়ে আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় এ বছর পাস করেছে ১লাখ ২৪ হাজার ৭৯৬ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৬৮ হাজার ৮০০ এবং ছাত্রী ৫৫ হাজার ৯৯৬ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ৪ হাজার ৪৪৭ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ২ হাজার ৪৬৩ জন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কলেজ রয়েছে ১ হাজার ১শ' ৪৬টি। যার আসন সংখ্যা ৫ লাখ ১৫ হাজার ৭০০টি। এ হিসাবে এবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আসন শূন্য থাকবে ৩ লাখ ৯০ হাজার ৯০৪ টি। সরকারি ঘোষণা মোতাবেক গত বছরের মত এবারও জিপি'র পয়েন্ট অনুযায়ী কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হবে। এতে প্রতি কলেজের প্রতিটি শাখায় ১৫০ জন করে মোট ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী এবার ৩ লাখ ৯০ হাজার ৯০৪টি আসন শূন্য থাকার আশংকা করা হচ্ছে।

তাছাড়াও এবছর গতবারের তুলনায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩৯ জন বেশি। এই মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকে স্বনামধন্য সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে না। ফলে একদিকে যেমন রাজশাহী অঞ্চলের অন্যান্য কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের অভাবে আসন শূন্য থাকবে। তেমনি মানসম্পন্ন কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় ভর্তি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না মেধাবী অনেক ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষা নগরী রাজশাহীতে ভালো কলেজ রয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, সিটি কলেজ, মহিলা কলেজ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এণ্ড কলেজ।

এই কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৩ হাজার ২০০টি। ফলে জিপিএ-৫ পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী এসব কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি কলেজের শাখাগুলোতে কমপক্ষে ৩৩ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হবে যা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা না হলে কলেজের বেতন ভাতা এমনকি এমপিও বাতিল হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই সমস্যায় পড়েছে মহানগরী সহ গ্রামাঞ্চলের কলেজ কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে এই সমস্যা আরো প্রকট। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পাস করা শিক্ষার্থীদের অনেকে এখন শহরমুখী। সেখানে শিক্ষার মানও ভালো। ছাত্র-ছাত্রী না পেয়ে গ্রামের কলেজগুলো অধিকাংশ শূন্য পড়ে থাকছে। অনেক কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা দশগুণের বেশি। উত্তরাঞ্চলে নামসর্বস্ব এমন কলেজের সংখ্যা অনেক। এসব কলেজের শত শত শিক্ষক-কর্মচারী কেবল হাজিরা স্বাক্ষর করে মাসে মাসে বেতন নিচ্ছেন।

বর্তমানে ভর্তির ক্ষেত্রে এসব কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শূন্যের কোটায় নামার আশংকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির অভিনব কৌশল নিয়ে মাঠে নেমেছে। তারা বই থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, যাতায়াত ও আরো কিছু ফ্রি করে দিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাগমারার এক অধ্যক্ষ জানান, প্রকৃত শিক্ষা নীতির সাথে সম্পর্ক না রেখে দর্নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এই সমস্যা।

COUNSELOR/EXECUTIVE